প্রযুক্তিতে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির ২০১৩

ইমদাদুল হক

ধাবমান সময় চলছে সময়ের নিয়মে। পেছনে ফেলে যাচ্ছে নানা স্মৃতি। এসব স্মৃতির কোনোটি আশা জাগানিয়া, কোনোটি আবার থমকে দেয় দুর্ভাবনায়। এমনই আশা-নিরাশার নানা ঘটনায় বিদায় নিল ২০১৩। বছরটিতে নাগরিক জীবনে মোটা দাগে ছাপ ফেলে গেছে প্রযুক্তি। থ্রিজির উন্মাদনা নিয়ে শুরু হয় বছর। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতায় বিদায় বেলায় প্রযুক্তি খাতের প্রতিস্তরেই বেজে ওঠে মন্দা-মাতম।

তারপরও ক্যালেন্ডারের পাতাজুড়ে ছিল প্রযুক্তি নিয়ে নানা আয়োজন, নানা ঘটনা। বছরের প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির খেরোখাতায় আশা-ভঙ্গের তালিকাই যেনো দীর্ঘ হয়ে ওঠে অবশেষে। অবশ্য ব্যক্তি উদ্যোগে এই সময়ে প্রযুক্তি খাতে আমাদের অর্জনের নানা উপাখ্যান রচিত হয়েছে বিদায়ী বছরেই।

প্রযুক্তিতে আমাদের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি

প্রাপ্তির তালিকায় প্রথমেই রয়েছে মুক্তপেশাজীবীদের নানা অর্জন। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে নানা ধরনের ঘটনার ঘনঘটার মধ্যে ব্যক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক বেশ কিছু অর্জন ও উদ্যোগ উজ্জ্বল করেছে দেশের মুখ। কমপিউটার প্রোগ্রামে বিস্ময় বালক 'রূপকথা'র গোল্ডেন বুক অব ওয়ার্ল্ড লাভ ও গিনেস অভিযাত্রা বছরজুড়ে ছিল আলোচিত সংবাদের তালিকায়। এ বছরেই আমরা পেয়েছি প্রথম বাংলা সার্চ ইঞ্জিন 'পিপীলিকা'। অ্যান্ড্রয়িড ফোন থেকে ঢাকা মহানগরীর পুলিশি সেবার দরজা খুলে দিয়েছেন বুয়েটিয়ান মো. তারিক মাহমুদ ও মনসুর হোসেন তন্ময়। অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকারী ওয়েব শিক্ষক ডটকমের জন্য 'কমিউনিটি গ্র্যান্ড' পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশের কৃতী সন্তান রাগীব হাসান। নারী উদ্যোক্তা হিসেবে প্রযুক্তিতে অনবদ্য অবদান রেখে গ্লোবাল ওমেন ইনভেন্টরস অ্যান্ড ইনোভেটরস নেটওয়ার্কের (গুইন) সম্মাননা লাভ করেছেন লুনা শামসুদ্দোহা।

বিদায়ী বছরেই এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রযুক্তিবিষয়ক সংগঠন অ্যাসোসিও'র চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন দেশের প্রযুক্তি খাতের পরিচিত মুখ আবদুল্লাহ এইচ কাফি। বাংলা লেখার জনপ্রিয় সফটওয়্যার 'বিজয়'-এর রজতজয়ন্তীতে আইটি খাতে অবদান রাখায় অ্যাসোসিও'র পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা দেয়া হয় মোস্তাফা জব্বারকে। ইনফরমেশন সোসাইটি ইনোভেশন ফান্ড (আইএসআইএফ) এশিয়া ২০১৩ সম্মাননা লাভ করে 'আমার দেশ আমার গ্রাম'।

এর বাইরে বছরজুড়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন প্রোগ্রামার ও ডেভেলপারেরা। এসএমএসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ সুবিধার ইউনিভার্সেল স্মার্ট মিটার উদ্ভাবন করেন কুয়েটের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মাসুম বিল্লাহ ও লাবীব এবং যন্ত্রকৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র জিএম সুলতান মাহমুদ রানা। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস 'ডিজিটাল ওয়াচার' (ওডিভিআইপি-অবস্ট্যাকল ডিটেক্টর ফর ভিজ্যুয়ালি ইনপেয়ার) উদ্ভাবন করেছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী সৈয়দ রেজওয়ানুল হক নাবিল। স্মার্টফোনের অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) 'কোর্স মেট' দল। বিশ্বের অন্যতম সেরা আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠান ফ্রিল্যান্সার ডটকমে 'কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট এবং সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন' প্রতিযোগিতায় বিশ্বের সেরা হিসেবে নির্বাচিত হলো বাংলাদেশের ডেভসটিম। এ বছরে মাইক্রোসফটের লার্নিং পার্টনার হিসেবে মনোনীত হয়েছে একটি স্কুল ও একজন শিক্ষক। বছরের শেষের দিকে আইসিটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশব্যাপী মোবাইল অ্যাপস নির্মাণের উদ্যোগও আশার আলো সঞ্চার করেছে। উদ্ভাবনী প্রযুক্তি প্রকল্পে এটুআইয়ের সহায়তাও ছিল ইতিবাচক। নজর কেড়েছে সেলফোন অপারেটর রবির উদ্যোগে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানবপতাকা রচনা ▸

টক অব দ্য ইয়ার

দোয়েল : দোয়েল ল্যাপটপ প্রকল্প আলোর মুখ দেখলেও চলতি বছর মুখ থুবড়ে পড়েছে। তহবিলের অভাবে দোয়েল ল্যাপটপের উৎপাদনই বন্ধ হয়ে গেছে। দেশে ল্যাপটপ উৎপাদন হলেও কোনো তহবিল গঠন বা এ খাতে বরাদ্দ না দেয়ায় ঋণ নিয়ে প্রকল্প শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত প্রকল্পটিও চলতি বছর অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য দেশীয় প্রযুক্তিপণ্য উৎপাদনের অংশ হিসেবে টেলিফোন শিল্প সংস্থার (টেশিস) মাধ্যমে শুরু হয় দোয়েল ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ। ২০১১ সাল থেকে যাত্রা করা দোয়েল গত বছরেই মুখ থুবড়ে পড়ে। অভ্যন্তরীণ নানা ধরনের দুর্নীতি আর মূলধনের অভাবকেই এর মূল কারণ হিসেবে পাওয়া গেছে। দোয়েলের প্রাণসঞ্চার করতে কোনো ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

হাইটেক পার্ক : এক যুগেরও বেশি সময় ধরে আমরা স্বপ্ন দেখে আসছি কালিয়াকৈরের হাইটেক পার্ক নিয়ে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতের নানা ধরনের অবকাঠামোগত সক্ষমতা বাড়ানো ও এ খাতের সমৃদ্ধিতে এ হাইটেক পার্কের বিকল্প নেই এমনটি স্বীকার করেন সবাই। ধারণা করা হচ্ছিল, মহাজোট সরকারের শেষ বছরে এসে এ হাইটেক পার্কের কাজের গতিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হবে। কিন্তু নানা ধরনের পরিকল্পনা নিয়েও শেষ পর্যন্ত এগোয়নি এর কাজ। এ এক হাইটেক পার্ক তৈরি নিয়ে এত জটিলতার মাঝেও চমক হিসেবে বিভাগীয় শহরগুলোতে আলাদা আলাদা হাইটেক পার্ক গড়ে তোলার ঘোষণা দেয়া হয় আইসিটি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকদের জায়গা নির্বাচনের নির্দেশনাও দেয়া হয়। তবে হাইটেক পার্ক নির্মাণের জন্য উপযোগী জমি খুঁজে পেতে নাকাল হতে হয়েছে জেলা প্রশাসকদের। বিভাগীয় হাইটেক পার্কগুলোও এখন তাই কাগজেকলমেই রয়ে গেছে। আসলে বিদায়ী বছর গাজীপুরের কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্ক প্রকল্পের কোনো কাজই হয়নি। স্বজনপ্রীতি ও পছন্দের প্রতিষ্ঠানকে কাজ পাইয়ে দেয়ার দ্বন্দ্বে প্রকল্পের কাজ বন্ধ রয়েছে। এদিকে হাইটেক পার্ক তৈরির সফলতা দেখাতে গিয়ে সরকার রাজধানীর কারওয়ান বাজারের আইসিটি ইনকিউবেটরকে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক-১ ঘোষণা করেছে।

এতে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের নবাগত উদ্যোক্তাদের উদ্যোক্তা হওয়ার পথটি বন্ধ হয়ে গেছে। কারওয়ান বাজারের জনতা টাওয়ারকে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক-২ (এসটিপি-২) ঘোষণা দেয়া হলেও এর কাজ কার্যত ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। চলতি বছরেও ডিজিটাল বাংলাদেশের ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারেনি সরকার। সাইটটি এখনও নির্মাণাধীন! দেশের সরকারি সব প্রতিষ্ঠানের জন্য ২৪ হাজার ওয়েবসাইট তৈরি করে একটি পোর্টালের মাধ্যমে চালু করার কথা থাকলেও তা চালু হয়নি। গত সেপ্টেম্বর মাসে এটি চালু হওয়ার কথা ছিল। ▸

আর বিভাগীয় পর্যায়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের পর লন্ডনের মাটিতে ই-বাণিজ্য মেলার আয়োজন।

কিন্তু নিয়মিত কমপিউটার মেলা যেমন হয়নি, তেমনি নানা সমালোচনার পরও অনুষ্ঠিত হয়নি ডিজিটাল টাস্কফোর্সের মিটিং। হালনাগাদ হয়নি সরকারি ওয়েবসাইটগুলো। নির্মাণাধীন অবস্থার উত্তরণ ঘটেনি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ওয়েব পোর্টালের। উড়াল দিয়েও মুখ থুবড়ে পড়ে দেশী ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ প্রকল্প 'দোয়েল'। বছরজুড়ে সমস্বরে উচ্চারিত হলেও চলতি বছর আলোর মুখ দেখেনি হাইটেক পার্ক। টেকনোলজি পার্ক, তাও আটকে আছে চোরাবালিতে। প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু-১ উৎক্ষেপণ সম্ভব হয়নি বিদায়ী বছরেও। বিতর্কের মুখে পড়েছে অনলাইন নীতিমালা এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইনের সংশোধনী। মর্তলোকের মতো ভার্চুয়াল জগতেও নজরদারি বাড়েছে, একই সাথে বেড়েছে সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি। একই কারণে বিকাশ হয়ে উঠেছে প্রতারণার হাতিয়ার। আইটি ফরেনসিক ল্যাবের অভাবে বেড়েছে প্রাযুক্তিক প্রতারণা আর হয়রানি। ওলেক্সের মতো বিদেশী কোম্পানির আগমনে ই-বাণিজ্যের স্থানীয় বাজার নিয়ে শঙ্কায় পড়েছেন দেশী উদ্যোক্তারা। বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি দিন দিন গৌণ হয়ে উঠছে নিয়মিত বিজ্ঞান সপ্তাহ। মানসম্মত ল্যাবের অভাবে গবেষণা কাজও শুরু করা দায় হয়ে পড়েছে। আইসিটি খাত নিয়ে নেই পরিসংখ্যান। প্রকাশ করা হয়নি কোনো গবেষণা প্রতিবেদনও। অন্যদিকে রাজনৈতিক লাইসেন্স দান, আইজিডব্লিউ অপারেটরগুলোর অপারেশন ব্লক করা, থ্রিজির নিলাম, অবৈধ ভিওআইপি বেড়ে যাওয়ায় বছরজুড়ে আলোচনায় ছিল টেলিযোগাযোগ খাত। এম মধ্য দিয়েও মোবাইলে আর্থিক সেবা বা মোবাইল ব্যাংকিং সেবার বিপুল প্রসার হয়েছে। গ্রাহক সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১ কোটি।

টেলিকম খাত

টেলিযোগাযোগ খাতে চলতি বছর সবচেয়ে আলোচিত ছিল থ্রিজি লাইসেন্সের নিলাম। ৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত নিলামে গ্রামীণফোন, বাংলালিংক, রবি ও এয়ারটেল লাইসেন্স নেয়। থ্রিজি লাইসেন্স থেকে সরকারের আয় হয় ৪ হাজার ৮১ কোটি টাকা। দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় নিলাম ছিল এটি। থ্রিজির বাণিজ্যিক অভিযাত্রার পরই চারটি অপারেটরই গ্রাহকদের জন্য থ্রিজি ইন্টারনেট সেবা দেয়া শুরু করে। ভয়েস কলের পাশাপাশি উচ্চগতির ইন্টারনেট, ভিডিও কল, মোবাইলে টিভি দেখার মতো সব সেবার সাথে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে মানুষ। আর এ যাত্রায় লাইসেন্স না পেয়ে খুবই খারাপ সময় পার করে দেশের একমাত্র সিডিএমএ অপারেটর সিটিসেল।

থ্রিজি ছাড়া বছরজুড়ে চরম বিশৃঙ্খলার জন্য টেলিযোগাযোগ খাতে আলোচিত ছিল ২০১৩ সাল। আন্তর্জাতিক কল অবৈধভাবে টার্মিনেশন হওয়ায় বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারায় সরকার। এটা রোধ করতেই ১ হাজার ৪টি প্রতিষ্ঠানকে ভিওআইপি সার্ভিস প্রোভাইডার (ভিএসপি) লাইসেন্স দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়। তবে ভিওআইপি পরিচালনার জন্য ৮৬৫টি লাইসেন্স দেয়ার পরই শুরু হয় বিশৃঙ্খলা। যদিও নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসির সুপারিশ ছিল মাত্র ২৫৭টি লাইসেন্সের। রাজনৈতিক বিবেচনায় এত সংখ্যক লাইসেন্স দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের। সম্প্রতি নতুন করে ভিএসপির আরও ১৩৯টি লাইসেন্স দিতে যাচ্ছে সরকার। এছাড়া বহু বিতর্কিত একটি ওয়াইম্যাক্স লাইসেন্সও দিয়েছে সরকার। ওয়াইম্যাক্স নীতিমালায় নতুন করে আর কোনো লাইসেন্স দেয়ার বিধান না থাকলেও নীতিমালা সংশোধন করে 'ওলো' নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দিয়ে বিতর্কের আগুনে ঘি ঢালে বিটিআরসি।

পাশাপাশি বকেয়া পরিশোধ না করায় ১০টি আইজিডব্লিউর (আন্তর্জাতিক গেটওয়ে) অপারেশন ব্লক করে দেয় বিটিআরসি। এর মধ্যে দুটি অপারেটরের লাইসেন্স বাতিলের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেয় বিটিআরসি। ৯টি আইজিডব্লিউ প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রায় সাড়ে ৪০০ কোটি টাকাসহ বিভিন্ন আইজিডব্লিউ প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা বকেয়া বিটিআরসির। ৯টি আইজিডব্লিউ প্রতিষ্ঠানের মালিক সরকারের প্রভাবশালীরা। বকেয়া পড়েছে আইসিএক্স প্রতিষ্ঠানের টাকাও। চলতি বছরই ৬টি মোবাইল ফোন অপারেটরে অবৈধ ভিওআইপি জন্য অভিযান চালায় বিটিআরসি। সংস্থাটি অপারেটরগুলোর ৫০ হাজারের বেশি সিমও জব্দ করে। উত্তরা থেকে প্রায় ১০ কোটি টাকার অবৈধ ভিওআইপি সরঞ্জামসহ ৩৭ বিদেশীকে গ্রেফতার করে র‍্যাব।

বছরের শেষ দিকে উচ্চগতির ইন্টারনেট নিয়ে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে অপারেটর-বিটিআরসি। সেলফোনে বাণিজ্যিকভাবে তৃতীয় প্রজন্মের সংযোগ সেবা চালুর দুই মাসের মাথায় রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিফোন সংস্থা, তিনটি ওয়াইম্যাক্স সেবা অপারেটর ও অপর একটি আইআইজি অপারেটরকে চতুর্থ প্রজন্মের ইন্টারনেট সেবার লাইসেন্স দেয়ার সিদ্ধান্তে দেখা দিয়েছে বিনিয়োগ ঝুঁকি। বাজার হারানোর আশঙ্কা নিয়েই নতুন বছরে পা রাখে সেলফোন অপারেটরেরা। অবশ্য দেশে ইন্টারনেট আরও সহজলভ্য করতে নতুন বছরে বাংলা লায়ন, কিউবি, বাংলাদেশ ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (বিআইইএল), ম্যাংগো ও রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিযোগাযোগ কোম্পানি বিটিসিএল-কে ২৪৬ কোটি টাকায় থ্রিজির চেয়েও দ্রুতগতির ইন্টারনেট প্রযুক্তি 'লং টার্ম ▸

▸ **ডিজিটাল বাংলাদেশ :** একইভাবে বিদায়ী বছরে স্থবির হয়ে পড়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি। ২০০৮ সালে তৈরি বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা ছিল '২০২১ সালের লক্ষ্য ডিজিটাল বাংলাদেশ'। মেয়াদের প্রথম চার বছর ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে সরকারসহ সব মহলের কণ্ঠস্বর উচ্চকিত থাকলেও ২০১৩ সাল

ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচিতে নিরুচ্চার ভাব দেখা গেছে। অন্যদিকে 'ডিজিটাল সরকার' তৈরির কাজ এ বছর শুরু হওয়ার কথা থাকলেও কোনো কাজই হয়নি। ভূমির ডিজিটাল জরিপ কাজের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য নয়। শুধু রেকর্ডরুম অটোমেটেড করা হয়েছে। কাজ হয়েছে মাত্র ২ শতাংশ। একইভাবে ব্যাক বেঞ্চেও জায়গা পায়নি সরকারের 'রূপকল্প ২০২১'। কেননা ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প বাস্তবায়নে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' গঠিত হলেও গত চার বছরে মিটিং হয়েছে মাত্র একটি। বিদায়ী বছরে কোনো মিটিং হয়নি। দ্বিতীয় মিটিং আয়োজনের তোড়জোড় শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত হয়নি।

ইন্টারনেট : সুখের কথা, বিদায়ী বছরে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের সক্ষমতা বেড়েছে। বর্তমানে ২০০ গিগাবাইট ব্যান্ডউইডথ আসছে। বেসরকারিভাবেও ৫০ গিগাবাইট ব্যান্ডউইডথ দেশে আসছে। যদিও বেসরকারিভাবে দেশে আসা ব্যান্ডউইডথের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে 'নিম্নমানের' বলে। তবে এ বছর ব্যান্ডউইডথের দাম কমে দাঁড়িয়েছে প্রতি মেগাবাইট ৪ হাজার ৮০০ টাকায়। কিন্তু দফায় দফায় আন্দোলন করেও প্রাপ্য হিস্যা পায়নি গ্রাহকেরা। জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন গুগলের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে চলতি বছর সবচেয়ে বেশি খোঁজা হয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল।

ই-কমার্স : বছরের আলোচিত ঘটনার মধ্যে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর মতো বিদায়ী বছরে বাংলাদেশেও ই-কমার্সের প্রসার ঘটেছে দ্রুতগতিতে। কাঁচাবাজার, পোশাক থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব পণ্যের জন্যই এখন নাগরিক সমাজের কর্মব্যস্ত মানুষ নির্ভর করতে শুরু করেছে অনলাইন শপগুলোর ওপর। বই থেকে শুরু করে উপহার সামগ্রীতেও এখন ভরসা ই-শপগুলো। অনলাইনে

পুরনো পণ্যের বেচাকেনাও জোরালো হয়েছে এ বছরে। বিভিন্ন ওয়েবসাইট নবীন ব্যবসায়ীদেরও নিজেদের পণ্যকে ক্রেতাদের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ করে দিচ্ছে। ই-কমার্সকে আরও বেশি জনপ্রিয় করে তুলতে গত বছরে দেশে প্রথমবারের মতো শুরু হয় ই-বাণিজ্য মেলা। 'ঘরে বসে কেনাকাটার উৎসব' স্লোগান নিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে ▸

ইভ্যালুয়েশন' (এলটিই) লাইসেন্স দেয়ার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে বলে দাবি নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসির। অবশ্য এর মধ্যে ওলো ব্র্যান্ড নাম থেকে বাংলাদেশ ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (বিআইইএল) নামে নিবন্ধিত হয়ে ব্যবসায় শুরু করা প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মদদের বিতর্ক এখন ওপেন সিক্রেট। থ্রিজি লাইসেন্স দেয়ার ক্ষেত্রে একই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল এয়ারটেলের বিরুদ্ধে।

বছরের শেষভাগে মোবাইল ফোনে আর্থিক লেনদেনের সীমা বেঁধে দেয়ার দু'দিনের মধ্যে পিছু হটে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। আগামী ২০ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে অনুষ্ঠেয় আইটিইউর সম্মেলন চলাকালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (আইটিইউ) কাউন্সিলর নির্বাচনে আবারও অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পরিবারকে ৬শ' টাকা পর্যন্ত টেলিফোন বিল সুবিধা দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আবার নিয়ম ভেঙে '১৯৭১' শর্টকোডটি বরাদ্দ দেয়া হয় ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশনকে (সিআরআই)। অবশ্য বছরজুড়ে বিভিন্ন শর্টকোড ব্যবহার করে কিংবা নম্বর মাস্কিং করে ভুয়া বার্তা ও লোভনীয় অফার পাঠিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করার ঘটনাও বাড়ে বিদায়ী বছর।

অপারেটরদের মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক ইস্যু ও কর্মচারীদের অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গ্রামীণফোন ছিল বিতর্কের শীর্ষে। এ বছরই বাংলাদেশে প্রথম কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন হিসেবে জিপিপিসি নির্বাচন হয় মে মাসে। নভেম্বরে নিজেদের অধিকার রক্ষার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ থেকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করায় চলতি বছরের 'ফ্রিডম ফ্রম ফিয়ার অ্যাওয়ার্ড' পায় জিপিইইউ। একই সময়ে টেলিকমিউনিকেশন সেক্টরে দেশের প্রথম কর্মচারী ইউনিয়ন হিসেবে আইনগত স্বীকৃতি পায় গ্রামীণফোন বাংলাদেশ লিমিটেডের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সংগঠন 'গ্রামীণফোন লিমিটেড শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন বাংলাদেশ'। চার বছর দায়িত্ব পালনের পর ১৮ ডিসেম্বর রবি থেকে অবসরে যান এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মাইকেল ক্যুনার। গিনেস বুকে দেশের নাম লেখাতে মোট ২৭ হাজার ১১৭ জন স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানবপতাকা রচনা করে রবি। বাংলালিংকের উদ্যোগে শুরু হয় উইকিপিডিয়া জিরো প্রকল্প। এছাড়া ৩ অক্টোবর প্রথমবারের মতো থ্রিজি প্যাকেজ অনুমোদন পায় গ্রামীণফোন, রবি ও বাংলালিংক। ২২ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে বাংলালিংক থ্রিজি। ২৮ অক্টোবর ৩.৫জির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে রবি। ৯ নভেম্বর ২৫৬ কেবিপিএস স্পিডে ওয়াই-ফাইয়ের অনুমোদন নেয় বাংলালিংক। ১২ নভেম্বর প্রথম অনলাইন ফটোগ্রাফি স্কুল চালু করে রবি। ১৯ নভেম্বর গাজীপুরে শুরু হয় স্কুলভিত্তিক রবির ইন্টারনেট মেলা। ৩০ নভেম্বর আরও ছয় মাস পরীক্ষামূলক থ্রিজি সেবা দেয়ার অনুমোদন পায় টেলিটক।

হার্ডওয়্যার খাত

থ্রিজি চালুর পর থেকে বিদায়ী বছরে দেশে স্মার্টফোনের পাশাপাশি ট্যাবলেট পিসি বা ট্যাবের বিক্রি বাড়ে। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতায় বিক্রি কমে স্থবির হয়ে যায় হার্ডওয়্যার খাত।

অর্থবছরের প্রথম চার মাসে কমপিউটার ও কমপিউটার যন্ত্রাংশ আমদানির হার পড়ে যায় ৮ দশমিক ৮৭ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন্স বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১২-১৩ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) কমপিউটার ও কমপিউটার যন্ত্রাংশ আমদানির পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ৮৭ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার। গত বছর একই সময়ে এই অংশ ছিল ১১ কোটি ৯৩ লাখ ৫০ হাজার ডালার। বছরজুড়েই দেশের হার্ডওয়্যার পণ্যের বাজারে ছিল হাহাকার। পণ্যের (কমপিউটার, ল্যাপটপসহ প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ) বিক্রি কমে যায় ৮৫ শতাংশ। মাসে ১৮০ কোটি টাকার বেশি ক্ষতি হচ্ছে ব্যবসায়ীদের।

মন্দাবস্থার কারণে বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির (বিসিএস) আয়োজনে দুটি আঞ্চলিক মেলা ছাড়া আর কোনো মেলা হয়নি। হয়নি সারাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি সচেতনতা কর্মসূচি পালন। বিসিএস কমপিউটার সিটির (আইডিবি ভবন) বার্ষিক মেলাও হয়নি। এছাড়া বিসিএসের আয়োজনে মার্চ ও নভেম্বর-ডিসেম্বরে দেশে কমপিউটার মেলা হওয়ার কথা থাকলেও হয়নি। এ দুটি মেলাই দেশের সবচেয়ে বড় কমপিউটার মেলা। এ বছরের আলোচিত ল্যাপটপ মেলাও হয়নি। ব্যবসায়ে দীর্ঘদিন ধরে মন্দাবস্থা বিরাজ করায় অনেক প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে।

অবশ্য মোবাইল ফোন ও মোবাইল ফোন যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে পরিস্থিতি একটু ভিন্ন। প্রতিবেদন অনুসারে, জুলাই-অক্টোবরে মোবাইল ফোন থেকে এসেছে ১৩ কোটি ২৩ লাখ ৫০ হাজার ডলার। আগের অর্থবছরের প্রথম চার মাসে এই পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ১৩ লাখ ৫০ হাজার ডলার। আর গত দুই অর্থবছরের এই খাতে আমদানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮ কোটি ৮৪ লাখ ৫০ হাজার ডলার ও ২৮ কোটি ৪৫ লাখ ৫০ হাজার ডলার। মোবাইল ফোনের মতো মোবাইল ফোন যন্ত্রাংশ আমদানিতেও একই ধারা লক্ষ করা গেছে। বছরের প্রথম চার মাসে এই খাতে আমদানি হয়েছে ১ কোটি ১০ হাজার ডলার। গত বছর এটি ছিল ৮৮ লাখ ৯০ ▸

▸ রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় তিন দিনের ই-বাণিজ্য মেলা। পরবর্তী সময়ে ঢাকার বাইরে ও লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয় এ মেলার ধারাবাহিকতা।

আমার বর্ণমালা : বাংলা একাডেমীর সাথে জোট বেঁধে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) বিদায়ী বছরে তৈরি করেছে প্রমিত বাংলা ইউনিকোড ফন্ট 'আমার বর্ণমালা'। আমার বর্ণমালায় মোট তিন ধরনের ফন্ট রয়েছে। প্রথম দুটি দাফতরিক কাজের জন্য ও অন্যটি হাতের লেখার আদলের ফন্ট। ফন্ট প্রস্তুত ও প্রমিতকরণের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ড. শামসুজ্জামান খান ও ফন্ট বিশেষজ্ঞ জামিল চৌধুরী। এ ছাড়া ফন্টের নান্দনিক বিষয়গুলো তত্ত্বাবধান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নাইমা হক ও একই বিভাগের শিক্ষক মাকসুদুর রহমান।

ই-টিআইএন : বিদায়ী বছরে কর দেয়া-নেয়ার বিষয়টি সহজ ও সুশৃঙ্খল করার জন্য প্রত্যেকের জন্য ১০ অঙ্কের একটি নম্বর নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। এ নম্বরকে করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর বা ইংরেজিতে ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার বা টিআইএন (TIN) বলা হয়। এতদিন টিআইএনের পুরো প্রক্রিয়া কাগুজে নথিভিত্তিক ছিল। আয়কর দেয়া নিয়ে করদাতাদের ভোগান্তির অবসান ও নথি সংরক্ষণ ব্যবস্থা সরল করার লক্ষ্যে ১ জুলাই থেকে ইলেকট্রনিক ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার বা ই-টিআইএন ব্যবস্থা চালু করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এ ব্যবস্থায় ঘরে বসে

অনলাইনে টিআইএন নিবন্ধন ও এ সংক্রান্ত কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন নাগরিকেরা। তবে পুরনো ১০ অঙ্কের টিআইএন গ্রহণযোগ্যতা হারাবে ১ জানুয়ারি থেকে। নতুন ই-টিআইএন হবে ১২ অঙ্কের।

লুনাবোটিক : বিদায়ী বছরের ২০ থেকে ২৪ মে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার মহাকাশকেন্দ্র কেনেডি স্পেস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় 'চতুর্থ বার্ষিক লুনাবোটিকস মাইনিং প্রতিযোগিতা ২০১৩'। বাংলাদেশ থেকে এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে দুটি বিভাগে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে বাংলাদেশের এমআইএসটির লুনাবোটিকস একুশ ও বুয়েটের বুয়েট লুনাবোটিক টিম ২০১৩। মোট পাঁচটি বিভাগে সাফল্য দেখায় এরা। লুনাবোটিকস একুশ 'আউটরিচ' ও 'লুনা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাওয়ার্ড' বিভাগে প্রথম, 'সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং পেপার' বিভাগে দ্বিতীয় এবং 'টিম স্পিরিট অ্যাওয়ার্ড' বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। আর 'লুনা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাওয়ার্ড' বিভাগে তৃতীয় হয় লুনাবোটিক টিম ২০১৩।

জি-স্লেট বাংলা : বছরের শেষ মাসে যেকোনো অ্যান্ড্রয়িড স্মার্টফোন অথবা ট্যাবলেট কমপিউটার থেকে শিশুদের বাংলা শেখার জন্য ডিজিটাল স্লেট উপহার দেয় গ্রামীণ ইন্টেল সোশ্যাল বিজনেস। ফ্রি এ অ্যাপটির মাধ্যমে তিন থেকে পাঁচ বছরের শিশুরা খুব সহজেই বাংলা বর্ণমালা এবং সংখ্যা লেখা ও উচ্চারণ শিখতে পারছে। এই অ্যাপে চক ও স্লেটের নিখুঁত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর লেখা ও পড়ার ফাংশনগুলো খুব সহজেই ব্যবহার ▸

হাজার ডলার। আর পরপর দুটি অর্থবছরে এই খাতে আমদানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩ কোটি ৩ লাখ ৯০ হাজার ডলার ও ২ কোটি ৪৫ লাখ ২০ হাজার ডলারের সমপরিমাণ।

সফটওয়্যার খাত

দেশীয় সফটওয়্যারের বাজার ছোট হলেও গত বছরে ১০ কোটি ডলারের সফটওয়্যার রফতানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে দেশ। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (বেসিস) আয়োজনে দেশে প্রতিবছর আন্তর্জাতিকমানের সফটওয়্যার মেলা অনুষ্ঠিত হলেও চলতি বছর দুই দফা তারিখ পিছিয়েও শেষ পর্যন্ত মেলার আয়োজন বাতিল করে বেসিস কর্তৃপক্ষ।

তবে চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) সফটওয়্যার রফতানি থেকে আয় হয়েছে ৩ কোটি ৬৭ লাখ মার্কিন ডলার। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) মাসভিত্তিক রফতানি আয়ের অক্টোবর পর্যন্ত রফতানির তথ্য বলছে, চার মাসে সফটওয়্যার থেকে আয় বাড়লেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। এ সময়ে ৪ কোটি ৮৩ লাখ ডলারের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে আয় কম হয়েছে ১ কোটি ডলারের বেশি। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের মোট আয়ের লক্ষ্য ধরা হয়েছে ১৫ কোটি ৪৪ লাখ ৫০ হাজার ডলার। গত ২০১২-১৩ অর্থবছর শেষে আয় দাঁড়িয়েছিল ১০ কোটি ১৬ লাখ ডলার। ওই বছর লক্ষ্যমাত্রা ছিল সাড়ে ৮ কোটি ডলার। আর তাই বেসিসের লক্ষ্য ২০১৮ সালের মধ্যে সফটওয়্যার খাত থেকে ১ বিলিয়ন ডলার আয় করা।

এ বিষয়ে বেসিস সভাপতি শামীম আহসান বলেন, সফটওয়্যার খাতে আমাদের সাফল্য ঈর্ষণীয়। ই-কমার্সের বাজার বেড়েছে এ বছর। অনলাইনে কেনাটাকার একটি সংস্কৃতি এরই মধ্যে দেশে তৈরি হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। দেশে কার্ডভিত্তিক লেনদেনও (ডেবিট ও ক্রেডিট) চলতি বছর আশানুরূপ হারে বেড়েছে বলে তিনি জানান। আউটসোর্সিংয়ে অভাবনীয় উন্নতি করেছে দেশ।

অনলাইন বিশ্বে বাংলাদেশ

বিদায়ী বছরে দেশজুড়ে ছিল অনলাইনের জয়জয়কার। ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভিডিও স্ট্রিমিংয়ের জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ইউটিউব বন্ধ করে দেয়া হয় বাংলাদেশে। ইউটিউবে প্রকাশিত মার্কিন চলচ্চিত্র 'ইনোসেন্স অব মুসলিমস' প্রকাশের পর থেকে বিটিআরসি দেশে ইউটিউব বন্ধ করে দেয়। প্রায় চার মাস পর ২০১৩ সালের শুরুর দিকে পুনরায় দেশে চালু করা হয় ইউটিউব।

দেশের তরুণদের ইন্টারনেট দুনিয়ায় বিচরণের স্বাক্ষর বহন করেছে শাহবাগের প্রজন্ম চত্বর। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে 'আরব বসন্ত' গড়ে ওঠায় ব্লগ ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেমন সক্রিয় থেকেছে, একইভাবে আমাদের দেশেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে ব্লগ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো জোর ভূমিকা রেখেছে। তবে এ বছর বিতর্কে জড়িয়েছে অনেক ব্লগারই।

তাই সারাবিশ্বে যখন অনলাইনে নজরদারির ঘটনার তীব্র সমালোচনা চলছে, তখন চলতি বছরে এসে বাংলাদেশেও অনলাইন নজরদারি শুরু হয়েছে। অনলাইনে সাম্প্রদায়িকতা বিনষ্টকারী, ধর্মীয় মূল্যবোধ আঘাতকারী কিংবা কোনো ধরনের উস্কানির সাথে সংশ্লিষ্টদের শনাক্ত করতে শুরু হয় এই নজরদারি। আসছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষেও এই নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। এদিকে এ বছরেই প্রথমবারের মতো ব্লগিংয়ের কারণে গ্রেফতারের ঘটনা ঘটে দেশে। ব্লগার আসিফ মহিউদ্দিন প্রথম গ্রেফতার হয়। পরে আরও কয়েকজন ব্লগারকে গ্রেফতার করা হয় ব্লগিংয়ের মাধ্যমে উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে।

অবশ্য ব্লগিং আন্দোলনের পাশাপাশি ২০১৩ সালে অনলাইন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিচরণ বেড়েছে। এ বছর ফেসবুকের আইডি অর্ধকোটি পার (প্রায় ৬০ লাখ) হলেও ফেক আইডির সংখ্যাও বেড়েছে এ সময়ে। ফেসবুক ও ব্লগে এ বছরও ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রকাশ, রাজনীতি ও রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয় এবং তা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদও হয় বিস্তর। বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার আইসিটি (তথ্যপ্রযুক্তি) আইন সংশোধন করে শাস্তির বিধান বাড়ায়। গত ১৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে তথ্য এবং যোগাযোগ ও প্রযুক্তি সংশোধনী আইন-২০১৩ অনুমোদন দেয়া হয়। পরদিন তা অধ্যাদেশ আকারে জারি করা হয়। তবে অধ্যাদেশটিতে রয়েছে জোর বিতর্ক।

তাই তথ্যপ্রযুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষদের মধ্যে বছরের অন্যতম আলোচিত ঘটনা ছিল তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০৬-এর সংশোধনী। সংশোধনীতে মূল আইনের ৫৪, ৫৬, ৫৭ ও ৬১ ধারায় বর্ণিত অপরাধগুলোকে আমলযোগ্য করা হয়। ফলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কোনো ধরনের গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতারের ক্ষমতা লাভ করবে এসব অপরাধে অভিযুক্তদের। অপরাধগুলোকে অজামিনযোগ্যও করা হয়। এ আইনের আওতায় সংঘটিত অপরাধের শাস্তির মেয়াদও বাড়িয়ে ন্যূনতম ৭ বছর ও সর্বোচ্চ ১৪ বছর করা হয়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট ধারাগুলোতে অপরাধের বিবরণেও অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্ট নয়। ফলে এ আইনের অপপ্রয়োগের আশঙ্কা প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের। এ আইন সাইবার স্পেসে বাকস্বাধীনতাকে অনেকটাই ক্ষুণ্ন করবে বলে মন্তব্য তাদের কজ

ফিডব্যাক : netdut@gmail.com

▸ করা যায়। বাংলা বর্ণ ও সংখ্যা সহজেই রপ্ত করে নেয়া যায়। এতে উচ্চারণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ছবি ভেসে ওঠে, যা শিশুদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

প্রধানমন্ত্রীর ফোন : এক বছরের মাথায় বিদায়ী বছরেই অচল হয়ে পড়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে সরাসরি অভিযোগের জন্য চালু করা মুঠোফোন নম্বর ০১৫৫৫-৮৮৮৫৫৫, ০১৮১৯-২৬০৩৭১ ও ০১৭১১-৫২০০০০। একইভাবে ঘুমিয়ে পড়ে sheikhhasina@hotmail.com ই-মেইল ঠিকানা। ২০১২ সালের ৪ জুলাই সংসদের একটি অধিবেশনের সমাপনী বক্তৃতায় প্রথমে দুটি মোবাইল নম্বর ও পরে আরও একটি নম্বরে সরাসরি অভিযোগ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। 'তার বা তার কোনো আত্মীয়স্বজনের নাম ভাঙিয়ে কেউ যদি বিশেষ কোনো সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করে' তা এ নম্বরগুলোতে জানানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নিজেই।

আলোচিত ঘটনার বাইরেও গত ছয় মাসে উল্লেখযোগ্য আরও বেশ কিছু ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে ২০১৩। এর মধ্যে বিদায়ী বছরের ১ জুন ক্রেডিট কার্ডে অনলাইনে কেনাকাটার অনুমোদন দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। ১৮ জুন ইন্টারন্যাশনাল ফ্লেক্সিলোড সেবা চালু করে গ্রামীণফোন। একই দিন অপটিক্যাল ফাইবারের জন্য ৪৯৯ কোটি টাকা অনুমোদন দেয় সরকার। ২৪ জুন বাংলাদেশে চালু হয় ক্রেডিট কার্ডে প্লেনের টিকেট সেবা 'ইবিএল স্কাইমাইল'। পরদিন ২৫ জুন যাত্রা শুরু করে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি অব রুয়েট। ২ জুলাই মৌলভীবাজারে যাত্রা শুরু করে স্কাইপ বিদ্যালয়। ৯ জুলাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমপিউটার দেয়া শুরু করে বাংলাদেশ ব্যাংক। ১১ জুলাই রবির ইজি পে-রিচার্জ সুবিধা চালু হয়। ১৩ জুলাই রেলওয়ের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে এম-সেনট্রেক্স চালু করে গ্রামীণফোন। ২০ জুলাই শুরু হয় জিপিআইটি-প্রিয় ডটকম অ্যাপস উৎসব। ২৪ জুলাই প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ইসলামী ক্রেডিট কার্ড চালু করে। একই দিন বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ বিমানসেবায় মাস্টারকার্ডের কর্মসূচি চালু হয়।

২৭ জুলাই নিজ থেকে মোবাইল রিচার্জ সেবা চালু করে গ্রামীণফোন। ৩ আগস্ট জিপিআইটির ৫১ শতাংশ শেয়ার বিক্রির চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়। ১৭ আগস্ট আইন ভেঙে বাংলাফোনকে ট্রান্সমিশন অনুমোদন দেয়া হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর ইনোভেশন ফান্ডের অনুমোদন পায় ৭টি সেরা উদ্ভাবনী প্রতিষ্ঠান। ২২ সেপ্টেম্বর যশোরে যাত্রা শুরু করে টেলিমেডিসিন সেবা। ৪ নভেম্বর দেশে ফ্রিল্যান্সারদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রথমবারের মতো 'ফ্রিল্যান্সার থেকে উদ্যোক্তা কর্মসূচি' চালু করে সরকার। ২৪ নভেম্বর মাঠ প্রশাসন ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মাঝে বিনামূল্যে ২০ হাজার ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ও ক্রিপ্টোটোকেন তৈরি আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে আইসিটি মন্ত্রণালয়। ২৪ ডিসেম্বর থেকে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য পাঁচ দিনের সাইবার ক্রাইম বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয় বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)। এভাবেই নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে বিদায় নেয় ২০১৩ কজ